প্রশ্ন 8 দ্রব্য সম্বন্ধে লকের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

অথবা, "দ্রব্য হল গুণের আধার"—এ কথা কে বলেছেন? তার মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। তার মতবাদটি কি সন্তোষজনক?

◆ উত্তর

দ্রব্য সম্বন্ধে লকের মতবাদ

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"দ্রব্য হল মুখ্য গুণের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় আধার।" উদাহরণের সাহায্যে লকের দ্রব্যতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যাক—

[1] **দ্রব্য হল গুণের আধার:** লকের মতে জ্ঞানলাভের উৎস দুটি। সংবেদন ও অন্তর দর্শন। আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে বিভিন্ন গুণের ধারণা প্রত্যক্ষ করি। যেমন একটি কমলালেবুর রূপ, আকার, গন্ধ ইত্যাদি গুণ প্রত্যক্ষ করি। কল্পনায় যদি এই গুণগুলিকে আলাদা করি তবে গুণের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু লক বলেন গুণগুলি তো শূন্যে থাকতে পারে না। তাই গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যকে অনুমান করতে হয়।

[2] **দ্রব্য হল মুখ্য গুণের আধার:** লক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণগুলি সার্বিক, আবশ্যিক, অপরিবর্তনশীল, তাই বস্তুগত। যেমন আকার, বিস্তৃতি ইত্যাদি। গৌণ গুণগুলি পরিবর্তনশীল, তাই বস্তুগত নয়। তাই লক বলেছেন দ্রব্য হল মুখ্য গুণের আধার।

Scanned with CamScanner

[3] **দ্রব্য হল মুখ্য গুণের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় আধার:** দ্রব্য ও গুণ ভিন্ন পদার্থ। মুখ্য গুণগুলি দ্রব্যে থাকে। তাই দ্রব্য ও গুণের মধ্যে আধার-আধেয় সম্বন্ধ। দ্রব্য গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গুণহীন দ্রব্যের স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

[4] **দ্রব্যের ধারণা একটি যৌগিক ধারণা:** আম, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি আমাদের সামনে হাজির হয় তা লকের মতে যৌগিক ধারণা। সংবেদন ও অন্তর দর্শনের মাধ্যমে যে মৌলিক গুণের ধারণাগুলি পাই তাদের আধাররূপে যে দ্রব্যের (আম) কল্পনা করি তা এক যৌগিক ধারণা।

[5] **লকের মতে দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যে জানা যায়:** ক্যামেরা যেমন কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি তোলে তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয় সরাসরি মুখ্য গুণের ধারণাকে জানতে পারে, দ্রব্যকে নয়। ধারণার কারণ হিসেবে দ্রব্যকে অনুমান করি। তাই দ্রব্য অনুমিত যৌগিক ধারণা।

[6] **দ্রব্যের বাস্তব অস্তিত্ব আছে:** লকের মতে দ্রব্য অনুমিত হলেও মন নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যদিও গুণহীন দ্রব্যের স্বরূপ কখনও জানা যায় না। তাই লক বলেছেন—"দ্রব্য হল এমন কিছু যা আমি জানি না।"

[7] **লক তিনপ্রকার দ্রব্য স্বীকার করেছেন:** জড় দ্রব্য, মন, ঈশ্বর—এই তিনটি দ্রব্য স্বীকার করেছেন। আকার, আয়তন, বিস্তৃতি এই মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড় দ্রব্য এবং ইচ্ছা, অনুভূতি চিন্তা—এই মানসিক মুখ্য গুণের আধার হিসেবে মন এবং নিত্যতা, অসীমতা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের আধার হিসেবে তিনি ঈশ্বর স্বীকার করেছেন।

সমালোচনা

[1] লকের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস। কিন্তু লক অভিজ্ঞতার বাইরের বিষয়—দ্রব্য, আত্মা, ঈশ্বর স্বীকার করে আত্মবিরোধী কথা বলেছেন।

[2] লকের মতে দ্রব্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তাই যদি হয় তবে দ্রব্য আছে—এ কথা বলা যায় কীভাবে?

[3] বার্কলে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে সকল গুণ পরিবর্তনশীল, তাই মনোগত। ফলে মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড় দ্রব্য স্বীকার্য নয়।

মূল্যায়ন: লকের দ্রব্যতত্ত্ব নানা অসংগতিতে পূর্ণ। তাই সন্তোষজনক নয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 9 দ্রব্য সম্বন্ধে বার্কলের মতবাদ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বার্কলে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর *Principle of Human Knowledge* গ্রন্থে দ্রব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

বার্কলের মতে দ্রব্যের সংজ্ঞা

"দ্রব্য হল ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা"—এর অর্থ হল বার্কলে দুই ধরনের সত্তা স্বীকার করেন—[1] প্রত্যক্ষ কর্তা, [2] প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রত্যক্ষের বিষয় হল ধারণা। ধারণার অতিরিক্ত কোনো জড়দ্রব্য নেই। প্রত্যক্ষ কর্তা হল ব্যক্তি মন ও ঈশ্বর। সুতরাং, বার্কলে দুটি দ্রব্য স্বীকার করেন—[1] মন, [2] ঈশ্বর।

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের যুক্তি

[1] লক বলেছেন জড়দ্রব্যকে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্যের অনুমান করা হয়।

Scanned with CamScanner

কিন্তু বার্কলে বলেন—অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর। তাই যা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তার অস্তিত্ব নেই। যেমন—অশ্বডিম্ব। জড়দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[2] লক মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্য স্বীকার করেন। বার্কলে বলেন লকের মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য যুক্তিসম্মত নয়। কেন-না মুখ্য গুণগুলি গৌণ গুণগুলির মতো অবস্থানভেদে, দৃষ্টিভঙ্গিভেদে পরিবর্তনশীল। তাই মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি বলেন সকল গুণের ধারণা মনোনির্ভর। সুতরাং, গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[3] বার্কলে বলেন পেঁয়াজ যেমন তার খোসাগুলির অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনি জড়দ্রব্যও তার গুণগুলির অতিরিক্ত কিছু নয়। জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যক প্রেতাত্মা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু চেয়ার, টেবিল মনের ধারণা মাত্র। এই ধারণার সমষ্টি হল সংবেদনের সমষ্টি। আমরা সংবেদনের সমষ্টির নামকরণ করি। সুতরাং, জড়দ্রব্য হল নিছক অর্থহীন সমষ্টির নামমাত্র।

মন বা জীবাত্মা

বার্কলের মতে জড়দ্রব্য নেই। প্রত্যেক্ষের বিষয় ধারণা। তাই ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা হিসেবে তিনি মন স্বীকার করেছেন। এই মন সরল, অবিভাজ্য, সক্রিয়, অজড়, আধ্যাত্মিক দ্রব্য, যার ধর্ম হল ধারণা প্রত্যক্ষ করা। সাক্ষাৎ আত্মচেতনার মাধ্যমে মন বা আত্মাকে জানতে পারি।

ঈশ্বর

বার্কলের মতে জড়দ্রব্য নেই। তাই ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ধারণার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, জীবাত্মার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, সকল, ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা হিসেবে, প্রাকৃতিক নিয়মের নিমিত্ত কর্তা হিসেবে বার্কলে ঈশ্বর স্বীকার করেছেন।

সমালোচনা

[1] বার্কলের দর্শনের মূলসূত্র—'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর।' অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বার্কলে অপ্রত্যক্ষযোগ্য মন ও ঈশ্বর স্বীকার করে আত্মবিরোধী কথা বলেছেন।

[2] দ্রব্য ও গুণ পৃথক হলেও দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না। অথচ বার্কলে দ্রব্যহীন গুণের কথা বলে অবাস্তব কথা বলেছেন।

[3] বার্কলের মতে আমি এবং আমার ধারণারই কেবল অস্তিত্ব আছে। তাই যদি হয় তবে ঈশ্বর আমার মনের ধারণা হবেন। ধারণা মাত্রেই নিষ্ক্রিয়। তাই ধারণাস্বরূপ ঈশ্বর কীভাবে আমার মধ্যে সংবেদন উৎপন্ন করবেন? কীভাবে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করবেন?

মূল্যায়ন: সুতরাং, বার্কলের দ্রব্যতত্ত্ব নানা অসংগতিতে পূর্ণ। তাই বার্কলের মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 10 বার্কলে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন তা সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের যুক্তি

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বার্কলে বস্তুবাদ, জড়বাদ, নিরীশ্বরবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে, তার দর্শনে ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে *Principle of Human Knowledge* গ্রন্থে সর্বপ্রথম জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন।

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের যুক্তি

[1] লক বলেছেন আমরা সরাসরি ধারণাকে প্রত্যক্ষ করি। ধারণার কারণ হিসেবে জড়বস্তু অনুমান করি। অর্থাৎ—

মন + ধারণা + জড়বস্তু = জড়বস্তুর অনুমান

Scanned with CamScanner

বার্কলে বলেন জড়বস্তুকে যেহেতু প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাই তার অস্তিত্ব নেই। ধারণাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই ধারণার অস্তিত্ব আছে।

[2] লক মুখ্য গুণের ধারণার আধার হিসেবে জড়দ্রব্য স্বীকার করেন।

বার্কলে বলেন মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য যুক্তিসম্মত নয়। কেন-না মুখ্য গুণগুলি গৌণ গুণগুলির মতো অবস্থানভেদে, দৃষ্টিভঙ্গিভেদে পরিবর্তনশীল। তাই মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য নেই।

গৌণ গুণের ধারণা মনোনির্ভর।

মুখ্য গুণের ধারণা মনোনির্ভর।

সুতরাং, সকল গুণের ধারণা মনোনির্ভর।

তাই মুখ্য গুণের ধারণার আধার হিসেবে জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[3] বার্কলের মতে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর। তাই যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই। যেমন অশ্বডিম্ব। জড়দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[4] লকের মতে জড়দ্রব্য হল বিমূর্ত সামান্য ধারণা। বার্কলে বলেন বিমূর্ত সামান্য ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[5] ধরা যাক কোনো জনমানবহীন জঙ্গলে হাতির উপস্থিতির কথা চিন্তা করতে পারি। বার্কলে বলেন যে ব্যক্তি ওই হাতির কথা চিন্তা করছে তখন ওই হাতি ওই ব্যক্তির মনের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে।

সুতরাং মনের বাইরে কোনো বস্তু আছে চিন্তা করা যায় না। চিন্তা করলে স্ববিরোধী হবে। সুতরাং, জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[6] বার্কলে বলেন পেঁয়াজ যেমন তার খোসাগুলির অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনি জড়দ্রব্যও তার গুণগুলির অতিরিক্ত কিছু নয়। জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যক প্রেতাত্মা। সুতরাং জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

জড়দ্রব্য সম্বন্ধে বার্কলের নিজস্ব অভিমত

[1] বার্কলের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু চেয়ার, টেবিল মনের ধারণা মাত্র। এই ধারণার সমষ্টি হল সংবেদনের সমষ্টি। আমরা সংবেদনের সমষ্টির এক নামকরণ করি, আম, আপেল, পেয়ারা বলি। সুতরাং, জড়দ্রব্য নিছক অর্থহীন নাম মাত্র।

[2] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কোনো সত্তা নেই—এ কথা সত্য নয়। অশ্বডিম্বের মতো কাল্পনিক নয়। এর বাস্তব ভিত্তি আছে। কিন্তু মনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

[3] বাস্তব বস্তু যদি না থাকে তবে কি আমরা মনের ধারণা খাই, না পান করি, পরিধান করি?

বার্কলে বলেন আমরা খাই, পান করি ও পরিধান করি তা অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু কথার অর্থ হল মনের ধারণা।

[4] জড়বস্তু যদি না থাকে তবে সংবেদনজাত ধারণাগুলির কারণ কী? বার্কলে বলেন ঈশ্বরই আমাদের মনে সংবেদন সৃষ্টি করেন।

মূল্যায়ন: এই ভাবে বার্কলে মনের বাইরে কোনো জড়বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জড়বস্তু বলে যা প্রতিভাত হয় তা মনের ধারণা মাত্র।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 11 দ্রব্য সম্বন্ধে হিউমের মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
অথবা, "দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি"—এ কথা কে বলেছেন? দ্রব্য সম্বন্ধে তার মতবাদটি সবিচার আলোচনা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্পর্কে হিউমের মতবাদ

লক ও বার্কলের দ্রব্যতত্ত্বের সমালোচনা করে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হিউম তাঁর *A Treatise of Human Nature* গ্রন্থে দ্রব্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

হিউম দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—

'দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি'

এ কথার অর্থ গুণের সমষ্টির অতিরিক্ত কোনো জড়দ্রব্য, মন বা আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে হিউমের যুক্তি

হিউমের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। হিউম বার্কলের সঙ্গে একমত যে জড়দ্রব্যকে যেহেতু প্রত্যক্ষ করা যায় না সেহেতু জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। গুণগুলিকে কেবল প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই গুণেরই কেবল অস্তিত্ব আছে। গুণের অতিরিক্ত জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

মন বা আত্মদ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে হিউমের যুক্তি

বার্কলে ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা হিসেবে আত্মদ্রব্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু হিউম বলেন সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার অতিরিক্ত স্থায়ী দ্রব্যরূপে মন বা আত্মার কোনো প্রত্যক্ষ হয় না। মানসিক অবস্থার স্বরূপই হল আত্মা বা মন।

স্থায়ী নিত্যদ্রব্যরূপে আত্মা বা গুণের আধাররূপে আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের মন বা আত্মা যেন একটি রঙ্গমঞ্চ যেখানে সংবেদন প্রভৃতি মানসিক ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল সংবেদন, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, অনুভূতির প্রবাহই হল আত্মা বা মন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডনের সপক্ষে হিউমের যুক্তি

[1] হিউমের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তাই যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। সুতরাং, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[2] হিউম বলেন জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বর অনুমান করা যায় না। কেন-না জগৎ কার্য, ঈশ্বর তার কারণ। হিউমের মতে কারণ ও কার্য সমপ্রকৃতির হবে। কিন্তু জগৎ ও ঈশ্বর সমপ্রকৃতির নয়। তাই জগতের কারণরূপে ঈশ্বর অনুমান যুক্তিযুক্ত নয়।

[3] তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তির সাহায্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কেন-না ঈশ্বরের এই পূর্ণতার সংজ্ঞা থেকে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। ঈশ্বরের পূর্ণতার ধারণা অনুমান মাত্র। যা অনুমান মাত্র তার অস্তিত্বে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

জড়দ্রব্য সম্বন্ধে হিউমের সদর্থক বক্তব্য

হিউমের মতে জড়দ্রব্য, আত্মা, ঈশ্বর কোনো দ্রব্যের অস্তিত্ব নেই। তাহলে জড়দ্রব্যরূপে যা প্রত্যক্ষ করি তা কী?

Scanned with CamScanner

হিউম উত্তরে বলেন দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি। আমরা মুদ্রণের মাধ্যমে গুণের ধারণা পাই। অনুষঙ্গের নিয়মের মাধ্যমে গুণের ধারণাগুলিকে একত্রিত করে এক নামকরণ করি—চেয়ার, টেবিল, আম বলি। এই গুণপুঞ্জের অতিরিক্ত কোনো অতীন্দ্রিয় নিত্যদ্রব্যের অস্তিত্ব নেই। তাই হিউম বলেছেন—"দ্রব্যের ধারণা এক দুর্বোধ্য ও উদ্ভট ধারণা"।

সমালোচনা

[1] হিউমের মতে কোনো নিত্যদ্রব্য নেই। ফলে আত্মা যদি না থাকে, জড়দ্রব্য যদি না থাকে তবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয় থাকবে না। ফলে জ্ঞান সম্ভব হবে না। তাই হিউমের মতবাদের পরিণতি সংশয়বাদ যা গ্রহণযোগ্য নয়।

[2] কেবল গুণের সমষ্টিকে দ্রব্য বলা যায় না। কেন-না কেবল গুণের সমষ্টিকে দ্রব্য বললে একই দ্রব্য সম্বন্ধে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত হবে, যা অবাস্তব।

[3] হিউম গুণের আধার দ্রব্যকে অস্বীকার করে গুণগুলি কেন বাস্তবে একসঙ্গে থাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

[4] প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস—হিউমের এই কথা ঠিক নয়। ফলে এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তার দ্রব্যতত্ত্বও যথার্থ নয়। সুতরাং, হিউমের দ্রব্যতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়।

Scanned with CamScanner